ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫২৫

আগরতলা, ০৯ মার্চ, ২০১৯

নেশামুক্ত ও নারী নির্যাতনমুক্ত রাজ্য গঠনে বড় সাফল্য এসেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত ও নারী নির্যাতনমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তাতে গত এক বছরে বিরাট সাফল্য এসেছে। এটা একটা কঠিন কাজ ছিল। তবুও আমরা নানা সমস্যা শক্তভাবে মোকাবিলা করে এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের প্রথমবর্ষের সাফল্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ৭২ হাজার কিলোগ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৭২৯টা কেস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ২৫০ জনের সাজাও হয়েছে। রাজ্যকে মহিলা নির্যাতনমুক্ত করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতেও সাফল্য এসেছে। এক বছরে রাজ্যে নারী নির্যাতনের হার ৮.৮ শতাংশ কমে গেছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতনক্রম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা আমাদের ভিশন ডকুমেন্টের সব চাইতে প্রধান বিষয় ছিল। কেন্দ্র সরকারও এ ব্যাপারে বাজেটের বাইরে ১৮০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এবারের বাজেটে আমরা সামাজিক ভাতাগুলি বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করেছি। ধাপে ধাপে সেগুলি ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুই হাজার টাকা করার উদ্যোগ নেব। এছাড়াও এবারের বাজেটে স্নাতক যুবকদের স্মার্ট ফোন দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এরজন্য বাজেটে ৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার রাস্তার দুই পাশে ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রাস্তার পাশে অবস্থিত এমন ২ লক্ষ পরিবারকে প্রতিমাসে ২০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা রাজ্যের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, রোজগার মানেই সরকারি চাকুরী নয়। সরকারি চাকুরী প্রদানের পাশাপাশি আমরা এন্টারপ্রেনারশিপকে উন্নয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছি। এখন পর্যন্ত ৮২০টি নতুন এন্টারপ্রেনারশিপ রেজিষ্ট্রেশন করিয়েছে। এতে প্রায় ৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে রাবার ও আনারস চাষ হয়। এইগুলিকে ভিত্তি করে শিল্প স্থাপনেও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি সরকারি চাকুরি প্রদান করার প্রক্রিয়া চলছে। এখন পর্যন্ত টেট-এর মাধ্যমে ৯৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগ করেছি। স্বাস্থ্য দপ্তরে ১১০ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

****২য় পাতায়

তাছাড়া কিছুদিনের মধ্যে আরক্ষা দপ্তরে দু'টি টি এস আর (ইন্ডিয়ান রিজার্ভ) ব্যাটেলিয়ানে ২০১৪ জনের নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই পদের জন্য রাজ্যের এস সি ও এস টি দের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড় দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়াও দেয়। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতির সঙ্গে কখনো আপোষ করবেনা। কর্তব্যের গাফিলতির জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন আধিকারিককে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ডি সি এলাকায় যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে যথোপাযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল এফ সি আই'র মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করা। এর ফলে তিনদিনের মধ্যেই কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা চলে গেছে। এতে রাজ্যের বড় মাত্রায় কৃষক লাভবান হচ্ছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাজেটে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমি রয়েছে এমন কৃষকদের বছরে ৬ হাজার টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আমাদের রাজ্যেও চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১২ কোটিরও বেশী টাকা প্রায় ৬০ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে বলেন, স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘাটতিহীন বাজেট তৈরী করেছি। এটা একটি কঠিন কাজ ছিল। তারপরও সাহস করে আমরা এই কাজটি করেছি। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকার ফলে তা সম্ভব হয়েছে। বিগত সরকারের বাজেটে রাজস্ব আয় ছিল মাত্র ১০ শতাংশের কাছাকাছি। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার মাত্র ১ বছরেই ২৫.৮ শতাংশ রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে। স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম পদক্ষেপ। তিনি বলেন, প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে আসার ফলেই রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে আমরা ই-চালান, ই-স্ট্যাম্পিং, ই-পি ডি এস ইত্যাদি চালু করার ফলে রাজস্ব এখন সঠিকমতো সরকারের কাছে জমা পড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল গত এক বছরে দুই লক্ষের উপর পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা। এক্ষেত্রে কোনও ধরণের দলগত বিচার করা হয়নি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ২০১৬ সালে চালু হলেও বিগত সরকার সেই সময় মাত্র ৩৪ হাজার গ্যাস সংযোগ দিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যে রেল পরিষেবার উন্নয়নে দেওঘর এক্সপ্রেস, হামসফর এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস, ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মতো রেল পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে যানবাহন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে অনলাইন ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যে মিটার অটো চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যাটারি চালিত ই-রিক্সাগুলিকে ট্রাফিক আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।

****৩য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আর্থিকভাবে উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও রাজ্যের জনজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিকভাবে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জনজাতি এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন আরও ১৮টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১০টির জন্য মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। রাজ্যের এস সি ও এস টি ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং হাউজ স্টাইপেন্ড ১০ টাকা করে বৃদ্ধির করে দৈনিক ৬৫ টাকা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটন শিল্পে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলির উন্নয়নেও বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইকো-ট্যুরিজমকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বন দপ্তরও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জল সরবরাহের জন্য অটল জলধারা মিশন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হবে। এছাড়াও ভিশন ডকুমেন্টে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়ন করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মিট দ্যা প্রেস-এ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার।

*****